তারিখ: 02 ... 17
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

স্থায়ী ক্যাম্পাস শিক্ষামানের একমাত্র নিয়ামক নয়

■ সমকাল প্রতিবেদক

কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস থাকাই শিক্ষামানের একমাত্র নিয়ামক নয় বলে মনে করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যোক্তাদের সংগঠন 'বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি'।

শিক্ষামন্ত্রী বরাবর গত ২৭ ফেব্রুয়ারি লেখা সমিতির সভাপতি শেখ কবির হোসেন স্বাক্ষরিত এক পত্রে এ রকম অভিমত দেন সমিতির নেতারা।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি

চিঠিতে বলা হয়, স্থায়ী ক্যাম্পাসকে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষামানের একমাত্র নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করলে এ খাতের অব্যাহত বিকাশের জন্য সহায়ক হবে না।

চিঠিতে সমিতির সভাপতি বলেন, স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের জন্য অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এরই মধ্যে জমি কিনেছে। এর মধ্যে অনেকগুলো রাজউক থেকে জমির নকশাও অনুমোদন করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা এবং বিধিমালার বিভিন্ন শর্তের কারণে পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ করতে পারছে না। একটি স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের যে ব্যয়, তা জোগাতে ব্যাংক ঋণের কোনো বিকল্প নেই জানিয়ে সমিতির সভাপতি বলেন, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের জমি বন্ধক রেখে ব্যাংক ঋণ নিতে পারে না। কোনোও ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় এক একর নিষ্কণ্টক জমি সীমাহীন উচ্চমূল্যে কিনে আবার একক প্রচেষ্টায় ভবন নির্মাণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের প্রযোজ্য ধারা সংশোধন করে ক্যাম্পাস নির্মাণের স্বার্থে ঋণ গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা দূর করা জরুরি।

স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতার কারণে যেটুকু বিলম্ব ঘটে থাকে, সে সময়টুকুও আইনে বরাদ্দ মেয়াদের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য চিঠিতে অনুরোধ জানানো হয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ ও শিক্ষামানের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে ৭ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ডাকা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এতে উপস্থিত থাকবেন। এর আগেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি সরকারকে আইন সংশোধনের এ প্রস্তাব দিল।